সাদমান ওরফে সাদু

জামিল হাসান সুজন

রোদেলা দুপুর অথবা মায়াবী রাত

[জীবনমুখী একটি ধারাবাহিক উপন্যাস]

পুর্বের অংশটি পড়তে এখানে টোকা মারুন

অন্ধকার তার খুব ভাল লাগে। সে অন্ধকারের জীব। কীট পতঙ্গের মত। আলোতে সে কেমন বিব্রত বিহ্বল। এই যেমন এখন নিশছিদ্র অন্ধকারে তার ছোট্ট বিছানায় শুয়ে গভীরভাবে রাতের আঁধারকে উপভোগ করছে। রাতের এই ঘেরাটোপ থেকে সে বের হতে পারেনা বা চায়ও না। খুব অস্পষ্ট কিছু স্মৃতি - যা পরবর্তীতে অন্যান্যদের কাছ থেকে শোনা এবং বাকিটা কল্পনায় রং মেশানো।

কোলে বাচ্চা নিয়ে একজন যুবতী এসে দাঁড়ায় মামার বাসায়, দ্বিধায় জড়ানো তার পা। মামা হতবিহ্বল হয়ে তাকিয়ে রইলেন। মামী ঝংকার দিয়ে উঠলেন,'এই বাচ্চা কার ? বল্ এই বাচ্চা কার? পাপের বাচ্চা! ছি! নষ্টা মেয়ে একটা'- - - । অথবা 'এখানে তোর জায়গা হবেনা, দূর হ হতভাগী- - '। পরের দৃশ্য গুলি হয়তো এ রকম - সিলিং এ শাড়ি ঝুলিয়ে গলায় পেঁচিয়ে সেই যুবতীর আত্মহত্যা। আর মায়ের বিরহে অসহায় সেই শিশুটির চিৎকার , কান্না।

ঘেমে উঠে সাদমান। এই ছবিগুলো মাঝে মাঝে তাকে তাড়া করে বেড়ায়। অথবা তারও পরের কিছু স্মৃতি। ১০/১২ বছরের একটি কিশোর। হাতে একটি টিনের তোরঙ্গ। মালদা বর্ডার পেরিয়ে ছোট সোনা মসজিদের সামনে এসে দাঁড়ালো। এখন কিভাবে জেলা শহর রাজশাহীতে পৌঁছাবে তার জানা নাই। অথবা তারও পরের কিছু দৃশ্য। অনেক কষ্টে দূর সম্পর্কের এক খালার বাসা খুঁজে বের করা। তারপর তাদের সংসারে চাকরের মত মানবেতর জীবন যাপন। এ সবই পুরনো প্রসঙ্গ। এখন এসব ভাবার দরকারই বা কি? টপ টেরর হিসাবে এই শহরে তার কুখ্যাতি আছে। সব শ্রেণীর মানুষ তাকে ভয় আর ঘৃণা করে। ব্যাপারটা খুবই উপভোগ্য। পুলিশের মার আর হাজতবাস তার স্বাভাবিক জীবনের অংশ। তার খারাপ লাগেনা। কোন কিছুই তার খারাপ লাগেনা। তবে হ্যাঁ, একটা জিনিস না পেলেসে খুব অস্বস্তি বোধ করে। আর তা হচ্ছে সিগারেট। ঘন ঘন সিগারেট না খেলে সে খুব অসহায় হয়ে পড়ে।

চোখে ঘুম ঘুম ভাবটা থাকে সারা রাত। ঠিক ঘুম নয় - একটা নিস্ক্রিয়তা - আঁধারের ঘেরাটোপে কিছু অর্থহীন চিন্তা- ঠিক স্বপ্নও নয়। তার বৃদ্ধা নানী তাকে আগলে রেখেছিল তাঁর সবটুকু সাধ্য দিয়ে। মাঝে মাঝে মনের গহীন থেকে - অনেক দূর থেকে ভেসে আসে তার ডাক - সাদমান - -সাদু- - সাদু রে - - -। গহীণ অরণ্যে প্রতিধ্বনি হয়ে হারিয়ে যায় সে ডাক, গভীর কুয়ার অন্তহীনে মিলিয়ে যায় সে ডাক। চেতন আর অর্ধচেতনের মাঝে একটা ছট্‌ফট্। জ্বালা- বিষম ক্রোধ- গোটা সমাজ আর মানুষের প্রতি।

এইসব অস্পষ্ট ছবির মাঝে ওরাও আসে - শামসু ভাই, কমরেড মুনীর, বিপ্লবী ফরিদ ভাই, সমাজতন্ত্র, সাম্যবাদ, দাড়িঅলা কার্ল মার্ক্স, লেনিন - সবাই ভীড় করে। সে বুঝেনা ভাল করে কি বলতে চায় ওরা- বুঝা সম্ভবও নয় আর সে বোধহয় বুঝতে চায়ওনা। সে একটা কাজ ভাল বুঝে - মানুষকে ভয় দেখানো, মানুষের ভয় পাওয়া চেহারা তাকে খুবই আনন্দ দেয়। এই তৃপ্তিবোধ নিয়ে সে সারাটা সকাল - মধ্য দুপুর পর্যন্ত নিশ্চিন্তে ঘুমায়।

ঘুম থেকে উঠে আধশোয়া হয়ে সে সিগারেট ধরায়। মাথার নীচে একটা হাত রেখে আয়েশ করে টানে। একটু পরে বশিরের হোটেল থেকে তার জন্য খাবার আসবে - ভাত, মাংশ অথবা মাছ, সব্জি, ডাল। সে বের হবে ঠিক সন্ধ্যার মুখে। পার্টি অফিসে যাবে। সেখানে নেতাদের কথা শুনবে। আরও দু এক জায়গায় হানা দেবে, তারপর গভীর রাতে আবার তার খুপড়িতে ঢুকে যাবে। কোন কোন দিন অ্যাকশনে নামলে এই রুটিনের সামান্য পরিবর্তন হয়।

আজকের দিনটা কি অন্যরকম? মনের মধ্যে একটা খটকা লাগে। হোটেলের পিচ্চি ছেলেটা খাবার নিয়ে এলনা এখনও। কোথাও কোন ঝামেলা হয়েছে। বাইরে বের হয়ে আসে সে। বড় রাস্তাটা কেমন ফাঁকা ফাঁকা। প্রতিদিনকার মত ভীড় ভাট্টা নেই। বশিরের হোটেল বন্ধ। ঘটনা কি? মনে হচ্ছে বড় ধরণের কোন ঘাপলা হয়েছে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে এই সব ভাবছে সে। এমন সময় কোথা থেকে পিন্টু দৌড়ে এল। এক নিঃশ্বাসে বলে,'সাদমান ভাই, আপনার ওখানেই যাচ্ছিলাম, ফরিদ ভাই আপনাকে ডেকেছে- এক্ষুণি।' শীতল নিস্প্রিয় কণ্ঠে সাদমান বলে,'কি হয়েছে?'
'আপনি জানেন না?'
'না'
'ডিগ্রি কলেজে আজ খুব গন্ডগোল হয়েছে। রিপন ভাই তো হাসপাতালে- বাঁচে কি মরে ঠিক নাই। জুয়েল দল বল নিয়ে ওকে খুব মেরেছে। পুলিশের সামনেই ঘটনা ঘটেছে।'
সাদমান একটা সিগারেট ধরায়। রিপনের চেহারাটা ওর চোখের সামনে ভাসে। সে ছোট্ট করে বলে,'চল যাই -'।

ফরিদ ভাইয়ের মুখটা থমথমে। সাদমানকে উদ্যেশ্য করে বলেন,'দেখলি পুলিশের কারবারটা দেখলি - ওদের সামনে কেমন করে পেটালো আমাদের ছেলেদের , আর ওরা নীরবে সমর্থন করলো। ছিঃ ন্যক্কারজনক ঘটনা।' একটু থেমে আবার বলেন,'সাদমান শোন্, জুয়েলের হাতটা ভেঙ্গে দিবি।' সাদমানের মেরুদন্ড দৃঢ় হয়। রিপনের নিরীহ চেহারাটা আবার তার চোখের সামনে ভাসে। আস্তে করে সে বলে,'রিপনের খবর কি?' ফরিদ ভাই থমথমে কণ্ঠে বলে,'বাঁচবেনা মনে হয়।' সাদমানের চোখটা সরু হয়ে আসে। কিসের যেন একটা অস্বস্তি। সিগারেট ধরাতে হবে। উঠে দাঁড়ায় সে। ফরিদ ভাই মাথা নাড়েন। এর অর্থ সে জানে। সে হাত দিয়ে একটা সংকেত দেখায় তারপর বের হয়ে আসে।

অফিসের গেটে তূর্যের সাথে দেখা। ছেলেটি দলে নতুন ঢুকেছে। খুব নিষ্পাপ চেহারা। মানুষ দেখলে সে তার ভেতরটা পড়তে পারে। বেশ কিছুদিন ধরে একটা মায়াবী চেহারার মেয়ের সাথে ঘুরতে দেখেছে। ইদানীং আর দেখেনা। চকিতে মনে হয় মেডিক্যাল কলেজের ফাংশনে সেই মেয়েটাকেই তো - -।

তূর্য তাকে দেখে মৃদু হাসে। সেও ম্লান হাসে। মানুষের সাথে কথা বলতে ওর ভাল লাগেনা। তা ছাড়া মাথায় তার এখন একটাই চিন্তা। জুয়েল! ওর একটা বিহিত করতে হবে জরুরী ভিত্তিতে।

সে যখন ফেরে তখন গভীর রাত। দিনের সাথে তার আকাশ পাতাল ফারাক। সাহেব বাজারের দোকান গুলো সারি সারি তালা বদ্ধ। একটা নেড়ি কুত্তা রাস্তার ধারে শুয়ে আছে- ওর দিকে জুল জুল করে তাকাচ্ছে। সোনা দীঘির মোড়ে দুজন ঠহল পুলিশ দাঁড়িয়ে নিজেদের মধ্যে কথা বলছে। আর ভূবন মোহন পার্কের ভিতরে বিচিত্র সাজে রাতের রমণীরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। এসব তার চেনা দৃশ্য। তবে এ দৃশ্য তার ভাল লাগেনা। সমাজের বিভৎস এক রুপ। আর দিনের সুনসান আলোয় সুন্দর সাজে নারী পুরুষের হাত ধরা ধরি করে হাঁটা, হাসা হসি, নদীর ধারে আর পার্কে স্বপ্নের জাল বোনা। সেইসব দৃশ্যও তার অসহ্য।

মহল্লার ভিতরে ছোট রাস্তাটায় সে যখন ঢুকে তখন রাত নিঝুম। গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন সমগ্র এলাকা। তার নিজের পায়ের পদধ্বনি সে কান পেতে শুনে। একটা সিগারেট ধরায়, আয়েশ করে টানে। রাতের স্নিগ্ধ বাতাসে মমতা জড়িয়ে থাকে। রাত সে খুব ভালবাসে। অন্ধকার তার খুব ভাল লাগে।

ঘরে ফিরে আলো জ্বালে সে। ৪০ পাওয়ারের একটা বাতি কুয়াশার মত অস্বচ্ছ আলো ছড়ায়। সে আলোয় সে দরজার কাছে রাখা হকিস্টিকটা আলতোভাবে পরখ করে। আগামীকাল এটা কাজে লাগাতে হবে। বিছানার তোষকের নীচে রাখা মসৃণ ধারালো ড্যাগারটা বের করে। হাত দিয়ে আগাগোড়া ধার পরখ করে। হয়তো এটারও প্রয়োজন হবে।

এখন ওর খুব গভীর ঘুম হবে। কোন স্বপ্ন, আধজাগরণে কোন বিস্মৃত স্মৃতি ওকে আজ রাতে বিব্রত করবেনা। আর কোন স্বপ্ন দেখলেও পরদিন সকালে তার টুকরোও থাকবেনা, ধুয়ে যাবে মন থেকে।

জামিল হাসান সুজন, সিডনী, ০৬/০৩/২০০৬